সমকাল

তারিখ 06 SEP 2015
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৩

# এবার সিলেটের রাস্তায় স্কুলছাত্রীকে মারধর

■ সিলেট ব্যুরো

হবিগঞ্জে স্কুলছাত্রীকে প্রকাশ্যে মারধরের ভিডিও ছড়িয়ে দেওয়া নিয়ে তোলপাড়ের মধ্যে এবার সিলেট নগরীতে এক স্কুলছাত্রীকে মারধরের ঘটনা ঘটেছে। তিন মুখোশধারী বখাটের মারধরে মাথায় গুরুতর আঘাত পাওয়ায় ওই স্কুলছাত্রীকে সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। শনিবার দুপুরে নগরীর মজুমদারপাড়ায় ওই স্কুলছাত্রী বান্ধবীর বাসা থেকে ফেরার সময় তাকে অপহরণের চেষ্টা করা হয়। একই পাড়ার বাসিন্দা ওই ছাত্রী স্থানীয় গ্রিনবার্ড একাডেমিতে নবম শ্রেণীতে পড়ে বলে পারিবারিক সূত্র জানায়।

এলাকার তিন বখাটের সঙ্গে তার বড় ভাইদের পূর্ববিরোধের জেরে এ ঘটনা ঘটতে পারে বলে মনে করছে পরিবার। এ অবস্থায় তারা বখাটেদের বিরুদ্ধে মামলা করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন বলে জানান স্কুলছাত্রীটির বড় ভাই। তবে এদিন বিকেল পর্যন্ত কেউ অভিযোগ করেনি বলে সমকালকে জানান লামাবাজার পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ এসআই মাসুদ রানা। সিটি করপোরেশনের স্থানীয় ওয়ার্ড ■ পৃ. ১৫ : ক. ৩ ● ছবি পৃষ্ঠা-১৯

# এবার সিলেটে

[শেষ পৃষ্ঠার পর]

কাউন্সিলর অ্যাডভোকেট সালেহ আহমদ বলেন, তাঁকে এ ব্যাপারে কেউ কিছু জানায়নি। তিনি এ ব্যাপারে খোঁজ নিচ্ছেন।

হাসপাতালে চিকিৎসাধীন স্কুলছাত্রীর বড় ভাই সমকালকে জানান, গতকাল একই পাড়ায় অবস্থিত বান্ধবীর বাসা থেকে ফেরার সময় তিন মুখোশধারী বখাটে তার বোনের পথ আটকায়। প্রথমে এক বখাটে তুলে নেওয়ার চেষ্টা চালালে স্কুলছাত্রী চিৎকার করে। এ অবস্থায় আরেকজন এগিয়ে এলে স্কুলছাত্রী তার মুখোশ খুলে ফেলার চেষ্টা চালায়। অপর বখাটে স্কুলছাত্রীর মাথায় আঘাত করলে সে পড়ে যায়। এ সময় বখাটেরা দৌড়ে পালিয়ে যায়।

স্কুলছাত্রীর ভাই আরও বলেন, কয়েক দিন ধরে মজুমদারপাড়ার শামীম, সোহেল ও মুন্না নামের তিন বখাটের সঙ্গে তাদের ঝামেলা চলছে। বখাটেরা কয়েক দিন আগে তাদের বাসার সামনে এসে চিৎকার করে হুমকি দিয়ে যায়। তাদের বোনকে ওই বখাটেরা অপহরণ করে বদলা নেওয়ার চেষ্টা করেছে বলে মনে করছেন তারা। বোনের চিকিৎসা নিয়ে ব্যস্ত থাকায় তাৎক্ষণিকভাবে বিষয়টি পুলিশ বা স্থানীয় প্রভাবশালীদের অবহিত করতে পারেননি বলে জানান তিনি।

ওসমানী হাসপাতালে স্কুলছাত্রীর সঙ্গে থাকা তার মা সমকালকে বলেন, মারধরের পর মেয়েটি পড়ে গেলেও পরে হেঁটে বাসায় ফেরে। তবে বাসায় যাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যে রক্তবমি হলে তারা দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে আসেন। মেয়েকে এর আগে কেউ উত্ত্যক্ত বা এ ধরনের কিছু করেনি বলে জানান তিনি।